"মিষ্টি বাচ্চারা—তোমাদের পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে আমরা সঙ্গম যুগে ভবিষ্যতের উপার্জনের জন্য পড়াশোনা করছি, বাবা আমাদের ঈশ্বরীয় অধ্যয়নের দ্বারা ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার প্রদান করছেন"

*প্রশ্নঃ - — নিজেই নিজেকে কৃপা বা আশীর্বাদ করার বিধি কোনটি?

*উত্তরঃ - — নিজেই নিজেকে কৃপা বা আশীর্বাদ করার জন্য প্রতিদিন বাবার পড়া করতে হবে। কখনও সঙ্গদোষে পড়ে পড়াশোনায় ফাঁকিবাজি করবে না। যে সবসময় শ্রীমত অনুসারে চলে সে নিজেকে কৃপা করে এবং বাবারও আশীর্বাদ পেতে থাকে।

*গীতঃ- — আমি একটি ছোট্ট শিশু ....

ওম্ শান্তি। শিব ভগবানুবাচ, যখন মানুষ গীতা শুনিয়ে থাকে তখন বলে সাকার কৃষ্ণ ভগবানুবাচ। বাবা এসে বোঝান আমি এসে তোমাদের রাজত্ব প্রাপ্ত করাতে চলেছি—এই রাজযোগ আর জ্ঞান দ্বারা। কৃষ্ণ তো ছিল সত্যযুগের প্রিন্স। এটাই হলো গীতার মুখ্য ভুল। তোমরা বাচ্চারা জানো ভগবান শিব আমাদের পড়াচ্ছেন এই শরীর(ব্রহ্মা) দ্বারা। শিব জয়ন্তীরও গায়ন আছে। জন্মদিনও পালন হয়ে আসছে। শুরু থেকেই আত্মা নামটি চলে আসছে। বাবা বলেন আমি গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিনা। আমি সাধারণ শরীরে প্রবেশ করি। আত্মা যখন শরীরে প্রবেশ করে ভিতরে নড়াচড়া করে ওঠে। অনুভব হয় ভিতরে আত্মার প্রবেশ ঘটেছে। বাচ্চাদের অরগ্যান্স তখন নড়াচড়া করতে শুরু করে দেয়। এই বিষয়টা যথার্থ রীতিতে বুঝতে হবে। অন্যান্য মানুষরা যাই শুনিয়ে থাকুক না কেন এমনটা কেউ বলবে না যে আমি আত্মা তোমাদের বোঝাচ্ছি। ওরা প্রসিদ্ধ হয় শরীর দ্বারা। এই বাবা তো বিচিত্র, ওঁনার নিজের শরীর নেই। শরীর ধারীদের কখনোই ভগবান বলা উচিত নয়। স্থূল বা সূক্ষ্ম যে কেউ-ই হোক ! আত্মা অরগ্যান্স দ্বারাই পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করে। ওরা তো মানুষকে তৈরি করা শাস্ত্র শুনিয়ে থাকে। এখানে এটা সম্পূর্ণ নতুন বিষয়। ভগবানুবাচ, কে ভগবান? যাঁকে সব ভক্তরা ভগবান বলে স্মরণ করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু শঙ্করের নাম তো জানে। হে ব্রহ্মা, হে বিষ্ণু বলে আহ্বান করে, ওরা হলো দেবতা। ভগবান বললে নিরাকার-ই স্মরণে আসে। নিরাকার পরমাত্মারই বন্দনা করে থাকে। তিনি বলেন আমিও আত্মা কিন্তু সুপ্রিম। আমারও চিত্র তৈরি করে। তোমরা আত্মাদেরও চিত্র তৈরি করে। মন্দিরে বড় শিবলিঙ্গ রাখে আর ছোট শালগ্রামও রাখে,যার মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে ওরা আত্মা(শালগ্রাম) এক পরমাত্মার সন্তান। বাবা সবসময়ই বাচ্চাদের থেকে বড় হন সেইজন্যই বড় লিঙ্গ তৈরি করে থাকে। বাস্তবে আমি বড় শালগ্রাম নই। আত্মা আকারে ছোট বড় হয়না মানুষ (শরীর) ছোট বড় হয়, আত্মা যেমন তোমাদের তেমনই আমার।কিন্তু আমার আত্মা সুপ্রিম। পরমধাম আমার নিবাসস্থান। উচ্চ থেকে উচ্চতর পরমপিতা পরমাত্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ। বীজ বলা হয় রচয়িতাকে।

যেমন একটা জড় বীজ থেকে চারা বেরিয়ে আসে। ঠিক তেমনই আত্মার রূপ দেখ কেমন। শরীরের কত বিস্তার। সুতরাং প্রথমে নতুন বিষয় এটাই যে এখানে পরমাত্মা পিতা এসে পড়ান। উচ্চ থেকে উচ্চতর ভগবানুবাচ সুতরাং পরীক্ষাও উচ্চ থেকে উচ্চতর হবে। ভগবান বলেন আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকি, যার দ্বারা ভবিষ্যতে ২১ জন্মের জন্য তোমাদের দেবতা করে তুলি। তারপর তোমরা সূর্যবংশীয় হও বা চন্দ্রবংশীয় হও। পদ তো অনেক আছে। এখানে সম্পূর্ণ রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। এটা হলো সঙ্গম যুগ। বাবা বুঝিয়ে বলেন তোমরা এই জন্মের জন্য পঠন-পাঠন করছ না। এ'সবই ভবিষ্যতের জন্য উপার্জন আর যা কিছু করছ সেই সব এই জন্মের জন্য। মানুষ মনে করে ভবিষ্যতের কথা কেন ভাবব, যা হবে দেখা যাবে। তোমরা বাচ্চাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমরা পরবর্তী জন্ম-জন্মান্তরের জন্য অধ্যয়ন করছি। বাবা ২১ জন্মের জন্য উত্তরাধিকার দিয়ে থাকেন, এই নিশ্চয়তা নিয়ে তোমরা পড়াশোনা করছ। দৃঢ় বিশ্বাস ছাড়া কেউ এখানে বসতে পারবে না। এখানে কোনো পন্ডিত পড়ান না, নিরাকার ভগবান এসে পড়ান। আত্মা খুশি হয় যে অসীমের পিতা আমাদের পড়াচ্ছেন,ওঁনার নিজের মনুষ্য শরীর তো নেই। স্বয়ং এসে বলে থাকেন আমি নিরাকার সুতরাং এই ব্রহ্মা শরীরেই আমাকে আসতে হয়। এই ড্রামা অনাদি এবং পূর্ব নির্ধারিত হয়ে আছে। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ স্মরণে আসে, মূলবতনে আমরা আত্মারা বাস করি আর কোনো মানুষের বুদ্ধিতে আসবে না যে আমার আত্মা পরমধামে বাবার সাথে থাকে, যাকে ব্রহ্মাণ্ড বলা হয়। আমরা আত্মারা সম্পূর্ণ ছোট নক্ষত্রের মতো। পূজার জন্য বড় করে তৈরি করা হয়েছে। এতো বড় আত্মা তো ভ্রুকুটিতে বসতে পারবে না। বলা হয় ভ্রুকুটির মাঝখানে জ্বলজ্বল করছে অনুপম নক্ষত্র ....নক্ষত্র কত ছোট হয়। এই অবিনাশী ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত। প্রত্যেক আত্মার মধ্যে নিজ-নিজ অবিনাশী পার্ট সঞ্চিত হয়ে আছে, যা

প্রতিটি আত্মাই রিপিট করে থাকে। এর মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নেই। ফিল্মে যে ভূমিকা একবার পালন হবে তারই আবার পুনরাবৃত্তি হবে, এর মধ্যে কোনো ভুলচুক হতেই পারে না। এই বিষয় সম্পূর্ণ নতুন। কোটির মধ্যে কেউ-কেউ বুঝতে পারবে। ৮-১০ বছর ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করেও ছেড়ে দেয়, সঙ্গদোষে পড়ে। এই পড়াশোনা এমনই যে যতদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবে, ততদিন পান(জ্ঞান অমৃত) করতে থাকো। শেষ পর্যন্ত এই পড়াশোনা চলতে থাকবে। আমরা ভবিষ্যতের ২১ জন্মের জন্য এই পড়াশোনা করছি। বাচ্চাদের ঈশ্বরীয় নেশা বৃদ্ধি পায় যে ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন। কেউ যদি রাজার সন্তান হয় আর রাজাই বসে পড়ান তবে সন্তান বলবে আমার বাবা, মহারাজা আমাকে পড়াচ্ছেন। এখানে পতিত-পাবন বাবা, যিনি আমাদের পড়াচ্ছেন। রাজযোগ শেখাচ্ছেন। অন্তরে অপার খুশি থাকা উচিত। আমরা গডলি স্টুডেন্টস, গডফাদার পরমপিতা পরমাত্মার কাছ থেকে স্বর্গের স্বরাজ্য গ্রহণ করছি। কত সহজ বিষয়। কিন্তু এই পড়াশোনায় মায়া ভীষণ ভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। চলতে-চলতে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। এই রুহানী অধ্যয়ন প্রতিদিন করতে হবে, সেইজন্যই টেপ ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়েছে। মানুষ পড়াশোনা করার জন্য আমেরিকা, লন্ডনেও চলে যায়। এখানে তো ঘরে থেকেও পড়াশোনা করে না। বোঝে না যে পরমাত্মা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। ভগবান যিনি ত্রিলোকীনাথ, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি, লিব্রেটর, গাইড ওঁনার কত মহিমা। কিন্তু বাবাকে তোমাদের মধ্যেও খুব কম জানে।

এই সময় তোমরা গুপ্ত রূপে আছ। তোমরা জানো আমরা মূলবতন নিবাসী এছাড়া সূক্ষ্মবতনও আছে। ঐ সূক্ষ্মবতনে বাচ্চারা যায়। মানুষ সাক্ষাত্কার করে থাকে। তোমরা তো প্র্যাকটিক্যালী সেখানে যাও। সূক্ষ্মবতনে তোমরা ব্রাহ্মণ আর দেবতাদের মিলন হয়। ওটা হলো ব্রাহ্মণ আর দেবতাদের সঙ্গম। এখানে ব্রাহ্মণ আর শূদ্রদের সঙ্গম। ওখানে ভোগ নিয়ে যাও। শেষে গিয়ে অনেক সাক্ষাত্কার হবে। যখন কন্যা মা-বাবার ঘর ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি যায় খুব ধুমধাম করে তখন গান বাজনা হয়। তেমনই অন্তিমে অনেক সাক্ষাত্কার হবে। শুরুতে তোমরা অনেক কিছু দেখেছ আবারও শেষে গিয়ে অনেক কিছুই দেখবে। পড়াশোনা করলে তবেই তো দেখবে। যদি কারো কর্ম বন্ধন না থাকে তো পড়াশোনার প্রতি সম্পূর্ণ রূপে মনোনিবেশ করা উচিত। কারো কেউ মারা গেলে, মনে করা হয় এখন থেকে ভালোভাবে পড়াশোনা করবে কেননা বন্ধন ছুটে গেছে। এখন খুব ভালো পুরুষার্থ করে ভালো পদ প্রাপ্ত কর। এই নলেজ বড়ো চমকপ্রদ। বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান — তিনি বলেন বাচ্চারা এখন আর ফাঁকিবাজি করবে না। মায়া তোমাদের দীপ ঝট করে নিভিয়ে দেবে,সেইজন্যই বাবাকে ভালো করে স্মরণ করতে হবে আর ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠন করতে হবে। যতক্ষণ এখানে বসে আছ ডাইরেক্ট শুনলে ঈশ্বরীয় নেশা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাইরে বেরোলেই নেশা হারিয়ে যায়। যেমন সঙ্গ তেমনই রঙ(আচরণ) লেগে যায়। বন্ধন না থাকলে বসে পড় আর পড়াও।

অনেক সুন্দর চিত্র তৈরি করা হয়েছে। বাবাও যুক্তি রচনা করছেন। গ্রামবাসীরা কিভাবে শিখবে। এখানে তো স্লাইডের মাধ্যমেও শিখতে পারবে। প্রতিদিনই উন্নতি হচ্ছে। তোমাদের বুদ্ধিতে সারাদিন স্বদর্শন চক্র ঘোরা উচিত। বুদ্ধিতে ধারণা হবে তবেই তো কাউকে বোঝাতে পারবে। নয়তো টিচার বুঝতে পারে যে এর পড়াশোনায় মন নেই। দেহ-অভিমান আছে। মিত্র, আত্মীয় এবং শরীরের অভিমান থাকার কারণে, ভালোভাবে ধারণা হয়না। তারপর বলবে ভাগ্যে নেই। যতই মাথা ঠোকোনা কেন তবুও শ্রীমতে চলে না। বাচ্চারা জিজ্ঞাসা করে বাবা কি হবে ? বাবা বলেন তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করোনা,এতে আশীর্বাদের প্রশ্নই আসে না। আমি তোমাদের পড়াচ্ছি, তোমরা পঠন-পাঠন করে নিজের প্রতি কৃপা কর। শ্রীমতে চলা— এটাই কৃপা করা। না চললে নিজেকে কৃপা না করে অভিশপ্ত করে তোলো। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার না নিয়ে, রাবণের মতে চলে নিজেকে শাপগ্রস্ত করে তোলে। বাবা তো এসেছেন বাচ্চাদের উত্তরাধিকার দিতে। আশীর্বাদ করেন চিরঞ্জীবি ভব বলে, বেঁচে থাকো অর্থাত্ স্বর্গবাসী ভব, স্বর্গকেই অমরপুরী বলা হয়। অমরনাথই এমন আশীর্বাদ করে থাকেন। অমরপুরীর দেবতারা পবিত্র ছিল না! জাগতিক সব সম্বন্ধ থেকে মোহ ত্যাগ করতেই হবে। এখন বাবার কাছে যেতে হবে। বাবা বলেন দেহের প্রতি মোহ থাকার কারণে তোমাদের এখানকার কথা স্মরণে আসে সেইজন্যই দেহী-অভিমানী হলে শেষে তোমাদের মুক্তিধাম তথা সুখধাম স্মরণে আসবে। শান্তিধাম আর সুখধাম, এটা হলো দুঃখের ধাম। আদি-মধ্য,অন্ত, নতুন দুনিয়া, মাঝখানের দুনিয়া, আর পুরানো দুনিয়া। যখন অর্ধেক সময় সম্পূর্ণ হয় তখন পুরানো দুনিয়ার নাম শুরু হয়। এই পুরানো দুনিয়া এখন নতুন হচ্ছে। কিভাবে নতুন হচ্ছে, এসে দেখ,বোঝো। কিন্তু কোটির মধ্যে কেউ মন দিয়ে বুঝবে। হাজার লক্ষ আসে তার মধ্যে ২-৪ জন বেরিয়ে আসে। তারপর চলতে-ফিরতে প্রতিদিন ১০ হাজার আসবে। বড়-বড় হল , বড়-বড় চিত্রও হবে। যারা ব্যাখ্যা করবে তারাও খুব বিচক্ষণ হয়ে উঠবে। শেষে গিয়ে তোমরা প্রশংসিত হবে। বলবে হে প্রভু, পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করে তোলার পথ সম্পূর্ণ আলাদা। ভক্তির অভ্যাস তাদের গড়ে উঠেছে। যদি কেউ দেউলিয়া হয়ে যায় বা কেউ মারা যায় তাদের গুরু বলবে দেখেছ— ভক্তি করা ছেড়ে দিয়েছ বলেই এমনটা ঘটেছে। মায়া বিঘ্ন ঘটায়, সুতরাং শ্রীমত ছাড়া উচিত নয়। মায়ার আড়ম্বর খুব আকর্ষণীয়,

মানুষ কত ফ্যাশনেবল হয়ে গেছে। মনে করে আমাদের কাছে এটাই স্বর্গ। মায়ার আড়ম্বর রাবণ রাজ্যের পতন। সায়েন্সের কারণে মায়ার জাঁকজমক এখন অনেক বেশি। মনে করে গান্ধীজি স্বর্গ তৈরি করেছিল। তোমরা এখন স্বর্গের জ্ঞান পেয়েছ তবেই তো বুঝতে পেরেছ এটা নরক। এই রাজ্য মরীচিকার মতো। (দুর্যোধনের দৃষ্টান্ত) এই রাজ্য চলে যেতে বসেছে। কল্পের বিষয়। কল্পে-কল্পে নতুন দুনিয়া স্থাপন হয় আর পুরানো দুনিয়ার বিনাশ হয়। ত্রিমূর্তি শিবও আছে, ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা করছেন, শঙ্কর দ্বারা বিনাশ হবে। তারপর যারা রাজযোগ শিখেছিল তারাই রাজ্য চালাবে। দৈবী রাজ্য স্থাপন করে জন্ম-জন্মান্তর ধরে তার পালনা করে আসছে। এটাই বুদ্ধিতে ধারণ করে সার্ভিস করতে হবে। তোমরা প্রকৃত গীতা পাঠ করছ। শুনে,শুনিয়ে, কাঁটাকে ফুলে পরিণত করতে হবে। তোমরা অর্ধকল্পের জন্য দুঃখ থেকে মুক্তি পেয়ে থাকো। যেমন রবিবার সবার ছুটি থাকে না ! তেমনই অর্ধকল্প তোমরা দুঃখ এবং কান্নাকাটি থেকে মুক্তি পেয়ে থাকো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মিক পিতা ওঁনার আত্মা রূপী সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে রুহানী অধ্যয়ন প্রতিদিন করতে হবে। যতদিন জীবন থাকবে, পড়াশোনা অবশ্যই করতে হবে।

২) জাগতিক সম্বন্ধ বা দেহের প্রতি মোহকে ত্যাগ করে শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করতে হবে। সঙ্গদোষ থেকে নিজেকে সামলে চলতে হবে।

বরদানঃ- মন-বুদ্ধি-সংস্কার বা সব কর্মেন্দ্রিয়কে বিধি অনুসারে পরিচালনা করতে সমর্থ স্বরাজ্য অধিকারী ভব

স্বরাজ্য অধিকারী আত্মা নিজের যোগ শক্তি দ্বারা প্রতিটি কর্মেন্দ্রিয়কে আদেশ অনুযায়ী চালনা করে। শুধুমাত্র স্থূল ইন্দ্রিয় নয় মন-বুদ্ধি-সংস্কারকেও রাজ্য অধিকারীর ডায়রেকশন অথবা নীতি অনুসারে চালনা করে। সে কখনও সংস্কারের বশীভূত হয়না, সংস্কারকে নিজের বশীভূত করে শ্রেষ্ঠ নীতি অনুসারে কার্যকর করে তোলে, শ্রেষ্ঠ সংস্কারের সাথে সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসে। স্বরাজ্য অধিকারী আত্মারা স্বপ্নেও প্রতারিত হয়না।

স্লোগানঃ- নির্মাতার বিশেষত্বকে ধারণ করতে পারলে সফলতা প্রাপ্ত হবেই।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;